Date of Publication : 1st October, 2011

Price : Rs. 2

VOL-1, Issue 5 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2010-2012*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

প্রথম বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা | অক্টোবর ২০১১ | আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৪১৮

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন ঃ — ১
শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

Nibedon at the Maghotsav at Khar Brahmo Samaj : — ২
Sri Arobindo Sinha Roy

বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্ম সমাজের দান — ৩
শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত

স্মরণিকা — ৪

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৫

২০১১ নভেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী — ৫

নতুন সভ্য-সভ্যা — ৫

পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৬

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033) 6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

আমাদের জীবন যদি গতানুগতিক হয়, যদি বৈচিত্র্য না থাকে, জীবন তাহলে যন্ত্রের মত হয়ে যায়। কোন মাধুর্য থাকে না। ঈশ্বরের দেওয়া সুকোমল বৃত্তিগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এ বড়ই পরিতাপের বিষয়। অথচ যদি বৈচিত্র্যের প্রভাব থাকে অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, শব্দ সব কিছুই গ্রহণ করার জন্য মন প্রস্তুত হয় তাহলেই এই অপূর্ব বৈচিত্র্যকে অনুভব করব। শুধু তাই নয় কত মানুষের কত অবদান স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করি। তার জন্য তাঁদের কাছে ও সর্বোপরি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। এই ভাবেই নানা বৈচিত্র্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করব। কিন্তু বৈচিত্র্যকে অনুভব করার জন্য এই প্রস্তুতি সব সময় রাখা সম্ভব হয় না। যেমন খাবার রাখার জন্য পরিষ্কার শুদ্ধ বাসনের প্রয়োজন হয় তেমনি বৈচিত্র্যকে হৃদয় দিয়ে পেতে গেলে অন্তরের শুদ্ধতার প্রয়োজন। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় বলি "শুদ্ধম্ অপাপ বিদ্ধম্" "তুমি শুদ্ধস্বরূপ কোন পাপ তোমায় স্পর্শ করতে পারে না।" আমরা তাঁর সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে আমরাও যেন এই অমূল্য সম্পদ পবিত্রতায় অধিকারী হই। এর জন্য পাপ বোধকে সর্বদা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "জীবন বেদ"-এ লিখেছেন ('পাপবোধ' শিরোনামে) "আমার জাগ্রত নরক, আমার জাগ্রত স্বর্গের একমাত্র কারণ।" পাপকে তিনি ঘুষি দেখাতেন। পাপের সঙ্গে এক কথায় যুদ্ধ করতেন ও সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। চেষ্টার আন্তরিকতায় ঈশ্বর খুশী হয়ে তাঁর অন্তরের পবিত্রতাকে রক্ষা করেছেন। আমাদেরও স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টায় প্রতিদিনের শুদ্ধস্বরূপের উপলব্ধির জন্য সাধনা করতে হবে। অন্তর্যামী আমাদের চেষ্টার আন্তরিকতায় যদি খুশী হন তাহলে মলিনতার পরিবর্তে ধীরে ধীরে আমরাও শুদ্ধতায় পূর্ণ হব। জগতে তাঁর সৃষ্টিকে দেখব পবিত্র মনে। যেমন বিশ্বপ্রকৃতিতে ও বহির্জগতে তেমন অন্তর্জগতেও দেখব সৃষ্টির মাঝে তাঁর বৈচিত্র্যকে। আমাদের অন্তরের নানা

অনুভূতিতে কালো না থাকলে সাদার শুভ্রতাকে উজ্জল দেখায় না। অন্ধকার না থাকলে আমরা আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হই না। তেমনিই দুঃখ না থাকলে আনন্দের স্রোত অন্তরে হিল্লোল জাগায় না। যখনই ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে কঠিনের স্পর্শ অনুভব করব, তখনই বুঝব এই দুঃখই তাঁর অমূল্য দান, আনন্দের পূর্বাভাষ, আমরা সেই সময়েই তাঁর এই দানের জন্য তাঁর জয়গান করবই। তিনি খুশী হয়ে দেবেন ধৈর্য, সহনশীলতা, সাহস, মনোবল, তাঁর ওপর সদা নির্ভরতা। সব ব্যথা কষ্টকে জয় করার আনন্দে মন উদ্বেলিত হবেই। আনন্দের তরঙ্গে তিনি অন্তরে আমাদের শিহরণ জাগিয়ে তুলবেন। দেখব মৃত্যুতে বা জীবনে দুঃখ-আনন্দের বৈচিত্র্যে যেন তাঁরই কোলে আছি, কান্না হাসির দোলায় তিনি আমাদের যেন প্রতিনিয়ত নতুন পথের সন্ধান বলে দেবেন, যে পথের শেষ নেই, অনুভব করব তিনি যেন আমাদের হাত ধরে রয়েছেন ও প্রতিনিয়ত দেখা দিচ্ছেন সত্যে, প্রেমে, মঙ্গলে, আনন্দে আরও কত রূপে। আমাদের এই অনন্ত পথের যাত্রায় মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করব না বরং নব বৈচিত্র্যের আনন্দে মুহুর্মুহু দিশেহারা হয়ে যাব। এই ভাবেই জীবনের পরিপূর্ণতায় বুঝতে পারব তিনি আরও পূর্ণতর রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। আমাদের জীবনে শুধু মনে রাখতে হবে আমাদের সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়টিকে যা যুগ যুগান্তরের সকল ধর্মসাধক, ধর্মনেতাগণের অবলম্বন ছিল — তা হল অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা। প্রার্থনাকে আশ্রয় করে শ্বাসে, প্রশ্বাসে, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে বলব — তোমার ইচ্ছার কাছে ধরা দিয়ে তোমার বিধানের বৈচিত্রকে অনুভব করতে শেখাও। তুমিই থাকবে দীক্ষাগুরুরূপে। হে অন্তর্যামী আরও কাতর কর আমাদের, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নবজীবন লাভ করার আনন্দের আশায় মনে আনো নতুন আলো, দেখব নতুন দিগন্তের নিশানা। আমরা জানি তুমি অনন্ত, তাই বৈচিত্র্যও অনন্ত, এর আনন্দও অফুরন্ত। তোমার সেই আনন্দে মন ভরিয়ে গাইব —

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন ।।

— শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

'Nibedan' offered by Acharya Arobinda Sinha Roy at the Maghotsav Upasana at Khar Brahmo Samaj, Mumbai, on January 30, 2011

(Cont. from August issue)

Have FAITH in God and seek to connect with him. It is the most important quest in your life. More important than a job or career. For once you establish that connection, your character... your attitude to life, your work, your neighbours will be such that you will reap ten-fold benefits without the asking.... You will find that unwittingly, people truly begin to regard you as role-model. India needs role models in thousands today.

Get your priorities right my friends. Devoting 99% of your life and time to chasing the material and taking care of your bodily and material needs is perilous. For nothing will endure excepting your soul within. As the Gita says, nothing accompanies you after death except 'Dharma'. So think about it. Make God a part of you life. **Think of him often during the day and reintroduce family prayers.** Our parents did that for us...and look how we have benefited ! Why are we shying off where our own children and grand children are concerned ?

How did you arrive on this Earth ? Have you asked yourself this question ? Was it just some biological phenomenon ? Was it merely by historical coincidence ?

The great American statesman Benjamin Franklin said : "And have we now forgotten that powerful friend ? Or do we imagine we no longer need His assistance ? I have lived a long time; and the longer I live, the more convincing proofs I see of this truth : that God

governs all the affairs of man. And if a sparrow cannot fall to the ground without His notice, is it possible that an empire can rise without his aid ?"

So the answer to that question - "How did you arrive on this earth ?" is - because *God willed it.* Joseph Siboo, a great religious leader once said 'One morninig I quite casually opened the New Testament and my eyes fell upon this statement : **"He that sent me is with me - the Father hath not left me alone."** My life has never been the same since. Everything has been different after that. I have lived by this sentence, I have walked by it and I have found in it my peace and strength. For I am not alone. God walks hand in hand with me. In as much as He sees everything I do, try to be true, just and pure. In return, I have never felt I am alone... that I face the world alone. HE is always with me. I cannot adequately explain what a change it wrought in me. I no longer played the comparison game with my neighbours... as to who is richer or more successful. I no longer sought designations and titles as proof of my capabilities.

My entire activities were dedicated to God in a spirit that said 'O Heavenly Father, you have gifted me these talents and skills. I shall use them with an intensity, a devotion - that will glorify you !"

That is why we say that a 'Karma Yogi' looks at work as an opportunity to deify and thank God; He looks at humanity in need and says I cannot be a silent spectator. Let me reach out to them and share God's love through my act of compassion.

India today sorely needs men and women who represent the glorious ideals of ***Brahma Dharma.*** To inspire, motivate, fire the souls of our friends, neighbours...our countrymen that "Satyameva" is TRULY...."Jayate" It is up to us to re-establish it in this land of ours. And we cannot do that as mute spectators.

May the param brahma bless each and every one of you; may He protect you and bless you and your loved ones throughout the coming year. May He help you to keep your new year resolution. May His grace help us all to become better human beings. 'Heavenly Father - bless this congregation this day. May the joy of Maghotsav reflect in each of us and our homes....lighting anew the lamp of resolve, of dedication and devotion to the family of man... to the high ideals of the Brahmo Samaj. Thy will be done.'

Om Eka Mey Va Dwitiyam
Satya me va jayatey
Brahma Kripa Hi Kevalam

(concluded)

— Sri Arobindo Sinha Roy

বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের দান

আমাদের খুব কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমে মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যাতে তাঁরা চিন্তায়, ভাবনায়, মননে, আত্মরক্ষায়, আত্মশক্তিতে, স্বভাব মাধুর্যে গানে, নাচে, গৃহকর্মে, পরিবার সুপরিচালনায় সব দিকে দক্ষতা লাভ করেন এবং নিজের পরিবার তথা দেশকে সব দিকে এগিয়ে দিতে পারেন। তিনি তাঁর 'সবলা' কবিতায় তাই বলেছেন —

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি মাথা পদপ্রান্তে কেন রব জাগি — দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূণ্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে, সার্থকের পথ?
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা পাশে?
দুর্জয় আশ্বাসে,
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ?

আজ নারী তার আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার অর্জন করেছে — পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাইরের দিকে চলতে গিয়ে ওরা তাদের সংস্কারকে ধরে রাখতে পারছে না — তারা শুধুই বর্হিমুখী হয়ে ছুটে চলেছে — সেদিকে আমাদের সচেতন হতে হবে। পোশাকে-আষাকে, শালীনতায়, মাধুর্যে আজকে সমাজের নারীদের আমরা নবরূপে দেখতে চাই। লজ্জা নারীর ভূষণ এই কথাটি তাদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ আমাদের পূর্ণ করতে হবে। তা নইলে আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিশ্রম ও সাধনা পরিপূর্ণ হবে না।
(সমাপ্ত)

— শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১লা অক্টোবর (১৮৬১)	—	ডঃ নীলরতন সরকারের ১৫০ তম জন্মদিবস।
১লা অক্টোবর (১৮৯৪)	—	ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাসের ১১৭ তম জন্মদিবস।
২রা অক্টোবর (১৮৪০)	—	ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ১৭১ তম জন্মদিবস।
২রা অক্টোবর (১৮৬৯)	—	মহাত্মা গান্ধীর ১৪২ তম জন্মদিবস।
৮ই অক্টোবর (১৯০১)	—	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১০ তম জন্মদিবস।
১৫ই অক্টোবর (১৯৩০)	—	ব্রহ্মসঙ্গীত-শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮১তম জন্মদিবস।
২০শে অক্টোবর (১৮৭১)	—	ভক্তকবি অতুলপ্রসাদ সেনের ১৪০ তম জন্মদিবস।
২০শে অক্টোবর (১৯৭৫)	—	আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্তের ৩৬ তম তিরোধান দিবস।
২৬শে অক্টোবর (১৯২৮)	—	সমাজের সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশ রঞ্জন দাশের ৮৩ তম তিরোধান দিবস।
২৮শে অক্টোবর (১৯৪৩)	—	আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৬৮ তম তিরোধান দিবস।
৩০শে অক্টোবর (১৮৮৭)	—	শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ১২৪ তম জন্মদিবস।
৩০শে অক্টোবর (১৮৪১)	—	ব্রাহ্ম প্রচারক নীলমণি চক্রবর্তীর ৭০ তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১১ অক্টোবর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ২রা অক্টোবর, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- স্যার নীলরতন সরকার, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা গান্ধী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও সুধীরঞ্জন দাস
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী সুস্মিতা বসু
রবিবার ৯ই অক্টোবর ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৬ই অক্টোবর ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- ভক্তকবি অতুলপ্রসাদ সেন, আচার্য ননীভুষণ দাসগুপ্ত
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা
রবিবার ২৩শে অক্টোবর ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ৩০শে অক্টোবর ২০১১	—	আচার্য	- ডঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- সতীশরঞ্জন দাশ, আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নীলমণি চক্রবর্তী
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রুবি মজুমদার

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ ২০১১ নভেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৬ই নভেম্বর, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১৩ই নভেম্বর, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

—।। নূতন সভ্য-সভ্যা ।।—

বিগত ১৩ই আগষ্ট ২০১১ সমাজের কার্যকরী সভায় গৃহীত অনুমোদন অনুসারে শ্রীমতী এষা নিয়োগী দে বার্ষিক চাঁদা ১০০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিলে (MOS Fund) ১০০০ টাকা (রসিদ নং যথাক্রমে ৫৫৬ ও ৫৫৭), শ্রীমতী বিশাখা দে বার্ষিক চাঁদা ১০০ টাকা (রসিদ নং ৫৬৩) ও শ্রীমতী সায়নী দে বার্ষিক চাঁদা ১০০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিলে (MOS Fund) ১০০০ টাকা (রসিদ নং যথাক্রমে ৫৬৪ ও ৫৬৫) প্রদান করে নূতন সভ্য-সভ্যা নির্বাচিত হয়েছেন।

এঁদের সকলকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাই।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্যসূচী অনুযায়ী প্রেমময়ী মাদার টেরিজা,কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী, শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রবিবার), এবং ডঃ শুচিতা দেব আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় রবিবার ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী। তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং চতুর্থ রবিবার শ্রীকৌশিক দে।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী এষা নিয়োগী দে (ডাকমাশুল বাবদ) — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৯২); শ্রীসৌমিত্র বোস ও শ্রীমতী মিত্রা দেব (প্রয়াত ভ্রাতা ও প্রয়াত পিতা পরিমলচন্দ্র বোসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৬০৩); ডঃ মধুশ্রী ঘোষ (ডাক মাশুল বাবদ) — ২০০ টাকা (র/নং ২৬১৭);

ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ শ্রীমতী সুনন্দা দাস (সুধাংশুভূষণ-কিরণবালা সিংহরায় ট্রাষ্ট ফণ্ড) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৬০১); শ্রীমতী রাণী দাসগুপ্ত — **(অশোকরঞ্জন দাসগুপ্ত ট্রাষ্ট ফণ্ড)** — ২০০ টাকা (র/নং ২৬১০);

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীসৌমিত্র বোস ও শ্রীমতী মিত্রা দেব (প্রয়াত ভ্রাতা ও প্রয়াত পিতা পরিমল চন্দ্র বোসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৬০৩); শ্রীমতী জয়িতা রায় (প্রয়াত স্বামী কল্যাণ রায়ের স্মৃতিতে) — ৫০০ টাকা (র/নং ২৬১৫);

ভাদ্রোৎসবে দান ঃ শ্রীমতী সুচেতা নিয়োগী — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৯৩); শ্রীমতী অপর্ণা মুখার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৯৪); শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৯৫); শ্রীমতী অঞ্জলি সেন — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৯৬); শ্রীমতী অলকা সমাদ্দার — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৯৭); শ্রীমতী মন্দিরা চক্রবর্ত্তী — ৫০০ টাকা (র/নং ২৫৯৮); শ্রীমতী সুনন্দা দাস — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৯৯); শ্রীমতী জয়তী সেন — ১০০ টাকা (র/নং ২৬০০); শ্রীশরদিন্দু গাঙ্গুলী (ভাদ্রোৎসবে পুষ্পসজ্জা বাবদ) — ৫০০ টাকা (র/নং২৬০২); শ্রীমতী অলকা ব্যানার্জী — ২০০ টাকা (র/নং ২৬০৪); শ্রীমতী রাণী দাসগুপ্ত — ৩০০ টাকা (র/নং ২৬০৫); শ্রীসুরজিৎ ধর — ১০০ টাকা (র/নং ২৬০৬); শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র — ৩০০ টাকা (র/নং ২৬০৭); শ্রীমতী সুনীপা বসু — ২০০ টাকা (র/নং ২৬০৮); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী — ১০০ টাকা (/নং ২৬০৯); শ্রীশুভেন্দু চক্রবর্ত্তী — ১০০ টাকা (র/নং ২৬১১); শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি — ১০০ টাকা (র/নং ২৬১২); শ্রীযশোপ্রকাশ ও শ্রীমতী সুচেতা চট্টোপাধ্যায় — ১০০ টাকা (র/নং ২৬১৩); শ্রীমতী অনিন্দিতা দাসগুপ্ত — ১০০ টাকা (র/নং ২৬১৪); শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত — ৩০০ টাকা (র/নং ২৬১৮); শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (মিষ্টান্ন বিক্রয় বাবদ) — ২৮০ টাকা (র/নং ২৬১৯); শ্রীমতী সুনন্দা রায়চৌধুরী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৬২০)।

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য সকল দাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। করুণাময় ঈশ্বর এঁদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন এবং এই সকল দান সার্থক হোক।

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.